দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 FEB 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্তরে সার্টিফিকেট পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হোক

আবুবকর সিদ্দিক

বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষার পাঁচটি স্তর রয়েছে। যেমন প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, স্নাতক স্তর ও স্নাতকোত্তর স্তর। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তর ছাড়া প্রত্যেক স্তরেই সরকারীভাবে বাধ্যতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্ররা সফলতা লাভ করে পরবর্তী পর্যায়ে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়ে থাকে। অবশ্য মাধ্যমিক স্তর হতে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত প্রতি দু'বছর অন্তর সরকারীভাবে বাধ্যতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এতে ছাত্রদের মনে পাস-ফেলের ভয় থাকায় মোটামুটি বেশ পড়াশোনা করতে হয়।

অন্যদিকে একজন শিশু যখন প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, তাকে মাধ্যমিক (এসএসসি) পরীক্ষার পূর্বে সুদীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত সরকারীভাবে কোন বাধ্যতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় না বলে সে লেখাপড়ার প্রতি তেমন মনোযোগী হবার প্রয়োজনবোধ করে না। কারণ এই দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে সরকার পরিচালিত কোন বাধ্যতামূলক পরীক্ষার চাপে তাকে পড়তে হয় না। ফলে পড়ার প্রতি তেমন মন বসে না। আমরা সাধারণত আরাম প্রিয়। শ্রম ও চেষ্টা সাধনা আমরা খুব কমই করে থাকি। পৃথিবীর উন্নত দেশের ছাত্রদের মতো এ দেশের কচিকাঁচারা লেখাপড়ার প্রতি তেমন একটা মনোযোগী নয়। এর মাঝে আবার একটানা দশ বছরের বিরাট গ্যাপ তাদের আরও অলস করে তোলে। ফলে, মাধ্যমিক (এসএসসি) পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্রকে অকৃতকার্য হতে দেখা যায়। এতে করে অভিভাবক মহল অর্থনৈতিক চরম ক্ষতির শিকার হন। অন্যদিকে তাদের জীবনও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সমাজের কোথায়ও স্থান না পেয়ে অবশেষে এরাই সমাজের বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আর যখন বয়স বাড়ে তারাই সমাজের নানা কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরে সরকারীভাবে কোন বাধ্যতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু না থাকায় আমাদের সোনামনিরা লেখাপড়ার প্রতি তেমন একটা মনোযোগ দেয় না। কারণ ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে তাদের বাধা কোথায়? এখানে যে শ্রেণী পাস একটা সনদ হলেই হলো। আবার প্রাথমিক স্তরে এ পরীক্ষা চালু না থাকায় কোন কোন বিদ্যালয়ের, বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের কতিপয় সম্মানিত শিক্ষককে তাঁদের স্ব স্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ফলাফলের ব্যাপারে কারও নিকট তেমন একটা জবাবদিহি করতে হয় না। ফলে তাঁরাও কচিকাঁচাদের প্রতি তেমন মনোযোগ দেয়ার দায়িত্ব বোধ করেন না।

এছাড়া ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে বিরাট একটা গ্যাপ। এখানেও যদি নিম্নমাধ্যমিক স্তরের মতো অর্থাৎ ৮ম শ্রেণীতে সরকারীভাবে একটা বাধ্যতামূলক পরীক্ষা চালু করা হয়। তা হলে ছাত্ররা পড়াশোনায় মনোযোগী হতো। বর্তমানে আমাদের দেশে নিম্নমাধ্যমিক (জুনিয়র হাইস্কুল) নামে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় রয়েছে। এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু না থাকায় এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নির্ধারণ করা কঠিন। তাই গ্রামগঞ্জের কোন কোন বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষককে কারও নিকট কোন জবাবদিহি করতে হয় না বলে তাঁরাও ছাত্রদের প্রতি তেমন একটা নজর দেয়ার সুযোগ পান না। তাই ৮ম শ্রেণীতে সরকারীভাবে বাধ্যতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলে ছাত্র সমাজ পরীক্ষার চাপে ভাল লেখাপড়া করবে এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। এতে করে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশও সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে এসএসসি পরীক্ষায় ফেলের হারও কমে আসবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে বিভিন্ন অফিস-আদালতে চাকরির জন্য ৮ম শ্রেণী পাসের সনদ প্রয়োজন হয়। এ জন্যও এ স্তরে একটি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, অভিভাবকবৃন্দ পরীক্ষার ফি নিয়ে একটু সমস্যায় পড়বেন। আসলে তা নয় যেমন বর্তমানে একজন ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষার ফি যথাক্রমে ৫ম শ্রেণীতে ২৫-৩০ টাকা ও ৮ম শ্রেণীতে ৬০/৭০ টাকা দিয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে এ পরীক্ষায় ফি দিতে হবে তাদের যথাক্রমে ৮০/৯০ টাকা এবং ২০০ টাকা। এখানে এই সামান্য টাকার ব্যবধান বড় কথা নয়। জ্ঞানার্জনই হবে উদ্দেশ্য।